অদ্ভুত সঙ্কটে বি এস এন এল, বাজার আছে কিন্তু কমছে গ্রাহক

কিংশুক বন্দ্যোপাধ্যায়

বাজার পড়ে রয়েছে ব্যবসা বাড়ানোর, অথচ কমছে গ্রাহক-সংখ্যা।

রাজ্যে কার্যত এমনই অবস্থা সরকারি টেলি পরিষেবা সংস্থা ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড (বিএসএনএল)-এর। জিএসএম প্রযুক্তির মোবাইল পরিষেবা সংস্থাগুলির সংগঠন সেলুলার অপারেটার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (সিওএআই)-র সাম্প্রতিক সমীক্ষা জানাচ্ছে, বিএসএনএলের রাজ্য সার্কেলে চলতি বছরের এপ্রিল মাসের তুলনায় মে মাসে গ্রাহক কমে গিয়েছে।

বিএসএনএল সূত্রের হিসাব, দেশে সংস্থার জিএসএম মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা ২ কোটি ৮০ লক্ষ। আরও প্রায় ২ কোটি গ্রাহক বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে।

বিএসএনএলের এক শীর্ষ কর্তার মতে, আপাতদৃষ্টিতে এই বৈপরীত্যের কারণ, কার্যত গ্রাহক পরিষেবা দেওয়ার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গিয়েছে সংস্থা। এখন প্রযুক্তিগত ভাবে এই সীমা না-বাড়ালে, বাড়তি গ্রাহক তো নেওয়া সম্ভব নয়ই, বরং বর্তমান গ্রাহক ভাঁড়ারেও টান পড়ার সম্ভাবনা।

ট্রাইয়ের সাম্প্রতিক রিপোর্ট জানাচ্ছে, এই অসুবিধা ইতিমধ্যে শুরু হয়েও গিয়েছে। বিএসএনএলের সঙ্গে অন্য মোবাইল পরিষেবা সংস্থাগুলির নেটওয়ার্কের সংযোগস্থলে 'কনজেশন' বাড়ছে। অর্থাৎ বিএসএনএল মোবাইল গ্রাহকের অন্য নেটওয়ার্কে ফোন করতে বা অন্য নেটওয়ার্ক থেকে বিএসএনএলে ফোন আসতে আরও বেশি অসুবিধা হচ্ছে। তাই বিএসএনএল সূত্রের মতে, জরুরি ভিত্তিতে এই পরিষেবা দেওয়ার সীমা না-বাড়ালে, অদূর ভবিষ্যতেই সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও গ্রাহক ভাড়ারে টান পড়তে পারে।

বিএসএনএলের এই কর্তার অবশ্য আশা, মাস দেড়েকের মধ্যে বেস ট্রান্সরিসিভার স্টেশনগুলিতে যন্ত্র লাগিয়ে আরও কিছু গ্রাহককে পরিষেবা দেওয়ার ক্ষমতা বাড়ানো হবে। আদতে সংস্থা পরিকল্পনা করছে পরিষেবা দেওয়ার ক্ষমতা ২ কোটি বাড়ানোর। কেন্দ্রের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে এই পরিকল্পনাটি।

কথা অফুরন্ত। সমস্যা যোগাযোগের। — *নিজস্ব চিত্র*

চলতি বছরে ইতিমধ্যেই গ্রাহক বাড়ানোর দৌড়ে বিএসএনএল পিছিয়ে পড়তে শুরু করেছে। সিওএআই পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশে ২০০৭ সালের এপ্রিল মাসের তুলনায় মে মাসে যেখানে হাচ এবং এয়ারটেল গ্রাহক-সংখ্যা বাড়িয়েছে যথাক্রমে ৫.৪৪% ও ৪.৭৬% সেখানে বিএসএনএলের বেড়েছে মাত্র ০.৮৬%। বিএসএনএলের আন্দামান ও রাজ্য সার্কেল মিলিয়ে চলতি বছরের এপ্রিল মাসের শেষে মোবাইল গ্রাহক ছিলেন ১১ লক্ষ ১০ হাজার ৫৩২। মে মাসের শেষে সেটা কমে হয়েছে ১০ লক্ষ ৯৫ হাজার ১৪৮। বিএসএনএলের সূত্র অনুসারে, এপ্রিলে আন্দামানে গ্রাহক ছিলেন ৪৫ হাজার। পরের মাসে তা হাজার খানেক বেড়েছে। অর্থাৎ আন্দামানকে বাদ দিলে এক মাসে রাজ্যে বিএসএনএলের গ্রাহক কমেছে হাজার ষোলো।

সিওএআই জানাচ্ছে, অথচ এই সময়েই রাজ্যে বেসরকারি সংস্থাগুলি মোবাইল গ্রাহক বাড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে হাচের গ্রাহক বেড়েছে ১ লক্ষ ১৫ হাজার। এয়ারটেলের ৭২ হাজার।

উল্লেখ্য, মে মাসের শেষে জিএসএম প্রযুক্তির মোবাইল গ্রাহক ১৩ কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছে। হাচ, এয়ারটেল এবং বিএসএনএল এই বাজারের প্রায় ৭৫ ভাগ দখলে রেখেছে। এর মধ্যে ৪ কোটি গ্রাহক নিয়ে ৩১ ভাগ এয়ারটেলের দখলে। ২ কোটি ৯২ লক্ষ গ্রাহক নিয়ে হাচের দখলে রয়েছে বাজারের ২২ ভাগ। ২ কোটি ৮০ লক্ষ গ্রাহক নিয়ে বিএসএনএলের দখলে বাজারের ২১ ভাগ।

এ দিকে, বিএসএনএলের জিএসএম প্রযুক্তির ৬০ লক্ষ মোবাইল সংযোগ করার বরাত নিয়েও জলঘোলা শুরু হয়েছে। কর্মী সংগঠনগুলির অভিযোগ, এই সম্প্রসারণ প্রকল্প আটকে দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার দিল্লিতে কয়েকটি কর্মী সংগঠনের বৈঠকের পরে সঞ্চার নিগম এগজিকিউটিভস অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার সাধারণ সম্পাদক গিরিধারী লাল যোগী ও বিএসএনএল এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ভি নাম্বুদ্রি জানান, শীঘ্রই যাতে এই বরাত দিতে সরকার সচেষ্ট হয় তার জন্য কেন্দ্রকে অনুরোধ করা হবে। তবে ২৯ জুন দেশ জুড়ে এগজিকিউটিভস অ্যাসোসিয়েশন সংস্থার অফিসগুলিতে আন্দোলনেরও ডাক দিয়েছে।